কিতাবের দান, কিতাবের প্রাপ্য কিছু কথা কিছু ব্যথা

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

আমিনুত তালিম,

মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া

ঢাকা, বাংলাদেশ

কিতাবের দান, কিতাবের প্রাপ্য; কিছু কথা কিছু ব্যথা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রকাশকাল

১৪ নভেম্বর ২০১৮ ইসাব্দ

প্রুফ সমন্বয়

জাবির মুহাম্মদ হাবীব

প্রকাশক

বইকেন্দ্র, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৯২০ ৯৯০ ৬৫০

স্বত্ব : উন্মুক্ত

Kitaber Dan, Kitaber Prappo; Kichu kotha Kichu batha
MAWLANA MUHAMMAD ABDUL MALEK
published by Boikendro,
Islami tower, Bangla Bazar, Dhaka-1100
BDT PRICE : 30 (Fixed)
Email : boikendro@gmail.com
Facebook : fb.com/boikendro

অর্পণ—

ইলমের সাধনায় যারা আত্মনিয়োগ
করতে চান,আত্মসমর্পিত হতে
চান, কিতাবের আদব রক্ষা করে যারা
ইলমের সাগরে অবগান করতে
চান—তাদেরকে

সূচিপত্র

নেয়ামত.....৫
কিতাবের শোকরগুজারি.....৬
কিতাবের মুহাব্বতকারী.....৮
আট আনায় কিতাব.....৯
খাবার বেচে কিতাব.....৯
কিতাবের অনুভূতি.....১১
কিতাব ঠেস দিয়ে রাখা.....১২
কিতাব নামানো.....১৩
পৃষ্ঠা উল্টানো.....১৫
খামুশ উসতাজ.....১৬
কিতাবের স্তরজ্ঞান.....১৭
কিতাব গুছিয়ে রাখা.....১৮
কিতাবের আদব কী.....১৮
কিতাবের পাতায় নোট করা.....১৮
ভেজা হাতে কিতাব ধরা.....২০
দুটি বিষয়.....২১
একটি ঘটনা.....২২
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা.....২৩

[১৪৩৭-১৪৩৮ হিজরী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে (১৮ শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরী) মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় কুতুবখানায় মারকাযের তালিবুল ইলমদের উদ্দেশ্যে কিতাব ব্যবহারের বিষয়ে প্রদত্ত বয়ান]

নেয়ামত

কিতাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনেক বড় নেয়ামত এবং অনেক পুরনো নেয়ামত। তাদবিনে উলুমের যামানায় কিতাবের সূচনা হয়েছে, এমন নয়, বরং এর হাজার হাজার বছর আগ থেকেই কিতাব চলে আসছে। হাঁ, কোন্ যামানায় কিতাবের ধরন কেমন ছিল, আগে কীসের মধ্যে লেখা হতো, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কুরআন মুশরিকদেরকে বলে, 'তোমাদের কাছে আছে কি কোনো কিতাব? أثارة من علم কি আছে তোমাদের কাছে'? আগে থেকেই যদি এর কোনো ধারণা না থাকে, তাহলে কুরআন কীভাবে এই কথা বলে? আর ঐতিহাসিক দলীল তো আছেই এই বিষয়ে।

তো কিতাব— বিশেষ করে আহলে ইসলামের জন্য, আরও বিশেষ করে আহলে ইলমের জন্য অনেক বড় নেয়ামত; কিন্তু এই নেয়ামতের কদর করে, এই নেয়ামতের শোকর আদায় করে এবং হক আদায় করে এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম।

কিতাবের শোকরগুজারি

ما كل من يجمع الكتب يحب الكتب + وما كل من يجمع الكتب يقدر الكتب
وما كل من يجمع الكتب يشكر الكتب وأهلها + وما كل من يجمع الكتب
يؤدي حق الكتب

যে-ই কিতাব ধারণ করে, কিতাব বহন করে, তার ঘরে হয়তো এক দুইটা আলমারি আছে, একটা মাকতাবাই আছে, এতে জরুরি না যে, সে কিতাবকে যেমন মুহাব্বত করা উচিত তেমন মুহাব্বত করে। কিতাবের যেমন কদরদানি করা উচিত তেমন কদরদানি করে। কিতাবের যেমন শোকরগুজারি করা উচিত তেমন শোকরগুজারি করে। কিতাবের যেমন হক আদায় করা উচিত তেমন হক আদায় করে। কিতাব অনেকের কাছেই আছে; কিন্ত ওই যে وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ। কিতাবের কদরদান খুব কম! কিতাবের পাঠকারীই কি কিতাবের কদরদান? না, এটা ভিন্ন একটা বিষয়। এটার জন্য তোমার মধ্যে মুরাকাবা থাকতে হবে, দায়িত্বের অনুভূতি থাকতে হবে। কদাচিৎ এমন হয় যে, কারো স্বভাবের মধ্যেই বিষয়টি আছে। অন্যথায় অনেকের জন্যই বিষয়টি চেষ্টা করে অর্জন করার।

শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ.-এর صفحات من صبر العلماء -এর মধ্যে কিতাব সম্পর্কে দুইটি অধ্যায় আছে। একটি হলো— على شدائد العلم والتحصيل

الجانب الثامن في أخبارهم في بذلهم المال الكثير وبيع المملوكات والمقتنيات لتحصيل العلم والارتحال ولقاء الشيوخ وشراء الكتب والورق وتدوين المؤلفات.

আরেকটি অধ্যায় হলো—

الجانب السادس في أخبارهم في فقد الكتب أوالمصاب بها أو بيعها والخروج عنها أو نحو ذلك عند الملمات وتحصيلها ببيع الملبوسات.

এই দুই অধ্যায়ে, বরং পুরো কিতাবেই কিতাবের প্রতি, ইলমের প্রতি সালাফের মুহাব্বতের অনেক ঘটনা, অনেক বিবরণ এসেছে। এরকম একটি ঘটনা এসেছে سير أعلام النبلاء কিতাবে- উরওয়া রাহ.-এর জীবনীতে।

معمر، عن هشام، عن أبيه، أنه أحرق كتبا له فيها فقه، ثم قال : لوددت لو أني كنت فديتها بأهلي ومالي. (سير أعلام النبلاء٨/٤٢٦)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, হাররার দুর্ঘটনার সময় তাঁর অনেকগুলো কিতাব জ্বলে গিয়েছিল, তখন তিনি এই কথা বলেছেন, আমার আওলাদ যদি ইন্তেকাল করে যেত তাহলেও আমার এত কষ্ট হতো না এই কিতাবগুলো নষ্ট হওয়াতে যত কষ্ট হচ্ছে। কিতাবের সাথে এমন মুহাব্বত ছিল তার! এই কথা আওলাদকে শুনিয়ে বলতে হবে, তা নয়।

কিতাবের মুহাব্বতকারী

কিতাবের মুহাব্বত করনেওয়ালার নমুনা তো অনেক, খায়রুল কুরুন থেকে নিয়ে আমাদের জামানা পর্যন্ত। খায়রুল কুরুনের নমুনা অনেক আছে। শেষ জামানার নমুনা কম। শেষ জামানায় কিতাবের মুহাব্বত করনেওয়ালাদের একজন হলেন জাহিদ কাউসারি রহ.। তিনি যখন শায়খুল ইসলামের মারহালার মানুষ— এমনিতে ইসতিলাহি অর্থে তিনি উসমানি খেলাফতের সময় নায়েবে শায়খুল ইসলাম ছিলেন— তখনো তার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল? তিনি যখন নায়েবে শায়খুল ইসলাম—নায়েবে শায়খুল ইসলামের অযিফা একজন মন্ত্রীর সমান— তখনো তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়নি! এই পরিমাণ অর্থ জমা হয়নি যে, তিনি হজ করতে পারবেন; কিন্তু তার মাকতাবাতে বিশাল সংগ্রহ। কীভাবে? সুয়াল করে? কাউসারি সুয়াল করার মানুষ না; কাউসারি তো ছিলেন 'জাহিদ'; নামে যেমন, কর্মেও তেমন। তো কীভাবে জমা হল কিতাবের এত বিশাল সংগ্রহ?

আব্দুর রশিদ নুমানি রহ.-কে দেখেছি, আমরা যখন হুজুরের কাছে, তখন তার অজিফা ছিল পনেরশত রুপি। তার কুতুবখানা তো তার ছেলে আব্দুশ শহিদ নুমানির কাছে আছে; গিয়ে দেখ! যারা 'বা-যাওক' মুহাক্কিক আলেম, মানের দিক থেকে তাদের কুতুবখানার মিসাল পাওয়া মুশকিলই বটে; কিন্তু পরিমাণের দিক থেকেও দেখ, অনেক বড়। ব্যক্তিগত কুতুবখানা এরকম বড় হওয়ার নজির খুব কম। কীভাবে হয়েছে এত বড় কুতুবখানা? তিনি আর জাহিদ

কাউসারি— এক মেজাজের মানুষ ছিলেন। ইশারা-ইঙ্গিতেও কারও কাছে সুয়াল করবেন, এমন মানুষ ছিলেন না। আর দুনিয়ার দিক থেকেও ছিলেন সুনাম-সুখ্যাতি থেকে মুক্ত, প্রচারবিমুখ! তো কীভাবে হয়েছে এগুলো?

তোমাদেরও হয়তো কিতাবের মুহাব্বত আছে; কিন্তু সব জরুরত সারার পর কিতাব। আর নাহয় বাবার উপর সওয়ার হয়ে, বড় ভাই থাকলে বড় ভাই, আত্মীয় থাকলে আত্মীয়... | আরও কত তরিকা।

আট আনায় কিতাব

নুমানি সাহেব হুজুরের বাসায় কখনো গেলে প্রথম সুয়াল ছিল, হেঁটে এসেছ না বাসে? যদি বলতাম হেঁটে এসেছি, খুশি হতেন। আর যদি বলতাম বাসে এসেছি, তখন বলতেন, বাসে ভাড়া কত রাখে? বলতাম ত্রিশ পয়সা। বলতেন, তালিবুল ইলমের জন্য ত্রিশ পয়সাও কম নয়। আমাদের কাছে চার আনা জমা হলে রেখে দিতাম, পরে কখনো আরও চার আনা জমা হলে আট আনা দিয়ে কিতাব সংগ্রহ করতাম।

খাবার বেচে কিতাব

আসলে এভাবেই হয়েছে। শহীদবাড়ীয়ার টান বাজার মসজিদের খতিব, ফজলুল হক সাহেবের মামা, তিনি তার ঘটনা শোনালেন। দারুল উলুম দেওবন্দে যখন তিনি পড়তেন, দুইটা রুটি দেওয়া হতো | একটা খেতেন, আরেকটা রেখে দিতেন। কিছু লোক ছিল এগুলো নিয়ে যেত

এবং কয়েক পয়সা দিত। এভাবে কিছু পয়সা জমা হলে তা দিয়ে তিনি কিতাব সংগ্রহ করতেন। এভাবেই হয়েছে; আসলে এভাবেই হয়।

কিতাবের প্রাপ্য

এ তো হলো কিতাব সংগ্রহ। কিতাব সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুহাব্বতের প্রকাশ। এরপর আরও কত মারহালা আছে।

দেখ, কিতাব থেকে নিজের জরুরত হাসিল করার মানুষ অনেক। কিতাবের কদর করার মানুষ কম। কিতাব থেকে হাসিল করা, এ তো তোমার স্বার্থ। এক্ষেত্রেও মুহাব্বতের প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু এর জন্য অনেক বড় দিল, অনেক বড় নিয়ত দরকার। আল্লাহ করে দিন তোমাদের এরকম দিল আর এরকম নিয়ত! কিন্তু সাধারণভাবে কিতাব থেকে হাসিল করাটা তোমার স্বার্থ। তুমি আলেম হতে চাচ্ছ, তাখাসসুস করতে চাচ্ছ, তোমার কিতাব দরকার। তুমি একটা বিষয় লিখতে চাচ্ছ, তোমার তথ্য দরকার। এগুলো তোমার স্বার্থ। দ্বীনী স্বার্থ হোক বা দুনিয়াবী স্বার্থ। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। বাহ্যত বিষয়টা হতে পারে দ্বীনী স্বার্থ; কিন্তু তোমার নিয়তের কারণে, হালাতের কারণে এটা দুনিয়াবী স্বার্থ হয়ে যেতে পারে না?! আবার হতে পারে যে, বাস্তবেও দ্বীনী স্বার্থ; তোমার নিয়ত, তোমার হালাত, এসবের দিক থেকেও দ্বীনী স্বার্থ; কিন্তু সেটা তো স্বার্থ। তো কিতাব থেকে নিলে, কিতাবকে দিলে কী? আর তো কিছু দিতে পারবে না কিতাবকে; কমপক্ষে মুহাব্বত আর যত্নটা দাও। মুহাব্বত আর যত্ন— এতটুকু দাও। আর কী দিতে পারবে? কিতাবের মুসান্নিফের জন্য দুআ করবে; এ তো

কিতাবের মুসান্নিফ; কিন্তু খোদ কিতাব, কিতাবও এমন এক সত্তা, যে তোমার কাছে কিছু পায়! কী পায়? যারা ফিকিরমান্দ মানুষ, আহলে দিল, তারা অনেক কিছু অনুভব করেন।

কিতাবের অনুভূতি

এমন হতে পারে কিতাবের 'হিস' (অনুভূতি-শক্তি) আছে, জবান নেই। এটা কি হতে পারে না? এটা কি অসম্ভব? বিজ্ঞান তো অসম্ভব বলে না। আর বিজ্ঞান তো এতদিনে এই ইলম পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, জড়বস্তুর মধ্যে অনুভূতি-শক্তি থাকতে পারে। শরিয়তের দলিলে এ কথা আরও আগে থেকেই আছে!

সুতরাং এমন হতে পারে যে, কিতাবের 'হিস' আছে, জবান নেই। যদি কিতাবকে জবান দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো কাউকে নিষেধ করে দেবে 'আমাকে ধরবে না' | আর কাউকে বলবে 'আমি তোমার অপেক্ষায়' | তুমি কিতাবের এমন বাহক ও এমন পাঠক হও, যদি কিতাবের যবান দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিতাব বলবে, 'আমি তোমার অপেক্ষায়! তুমি আমার বাহক হওয়ার হক রাখ। আমার থেকে ইস্তিফাদা করার হক রাখ।' তুমি এমন বাহক ও এমন পাঠক হয়ো না যে, কিতাবের জবান খুলে দিলে কিতাব তোমাকে সঙ্গ দিতে রাজি হবে না। তোমার নিন্দা করবে, ভর্ৎসনা করবে। যদি এই একটা কায়েদা মনে রাখ আর আকল ব্যবহার কর তাহলে কিতাব ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত 'না-মুনাসিব' হরকত আছে, যত রকম অসমীচীন আচরণ আছে, কোনোটা তোমার থেকে প্রকাশ পাবে না।

এই যে তোমরা বড় বে-দরদীর সাথে কিতাব ধর, নেওয়ার সময় এবং রাখার সময়। একবার এদিকে ধাক্কা, আরেকবার ওদিকে। এখানে তুমি নিজেকে চিন্তা কর, তোমাকে যদি কেউ সরাতে গিয়ে এভাবে ধাক্কা দিয়ে সরায়, তোমার কাছে কেমন লাগবে?
তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা কিতাব বের করতে গিয়ে তোমরা জিলদের উপরের দিকের মাথাটা ধরে টান দাও। এভাবে টান দিলে ওই জায়গাটা ছিঁড়ে যায়। তাছাড়া একটু চিন্তা করে দেখ, তোমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তোমার পেছন থেকে কেউ জামা ধরে টান দিলে তোমার কাছে কেমন লাগবে? কিতাব বের করার জন্য তুমি হাত আরও সামনে বাড়িয়ে আস্তে করে টান দাও, দেখবে সুন্দর বের হয়ে আসবে।

কিতাব ঠেস দিয়ে রাখা

তাকের মধ্যে কিতাব কখনোই ঠাসাঠাসি করে রাখা ঠিক নয়। তারপরও কখনো এমন হলো যে, ঠাসাঠাসি হয়ে থাকার কারণে কিতাবটা সহজে বের হচ্ছে না। তখন তুমি এটাকে ওই অবস্থাতেই টানতে থেকো না, তুমি দেখ, এখানে সমস্যাটা কী? কী জন্য বের হচ্ছে না? অন্য কোনোখানে কোনো ফাঁকা জায়গা আছে কি না? দেখলে যে, এখানে একটু ফাঁকা জায়গা আছে, তাহলে এদিকে একটু চাপিয়ে রাখো। এতে হালকা হবে। তারপর তুমি তোমার কিতাব বের করো। দেখ, এটা কিন্তু সময়ের অপচয় না। এটা সময়ের উত্তম

ব্যবহার। তুমি عنفএর সাথে, شدة -এর সাথে কিতাব বের করবে, রাখবে- এটা না-ইনসাফি, এটা কিতাবের উপর জুলুম।

কিতাব নামানো

কাজের জন্য তোমার দুই জিলদ দরকার। তুমি তাক থেকে দুই জিলদ বের করে আনলে, বাকিগুলো কাত হয়ে গেল । ব্যস, ওভাবে রেখেই তুমি চলে গেলে। কারণ, এগুলোতে তো আর তোমার জরুরত নেই! পরে যখন তুমি আবার এখানে আসবে, তখন যদি কিতাবের জবান থাকত তাহলে কী বলত? 'একটু আগে তুমি আমাকে কাত করে ফেলে চলে গেলে।' তো যখন কিতাব বের করে আনছ, তখন দেখ, এরপরের হালাতটা কী? তাকে কিতাব সবসময় সোজা করে রাখবে। তুমি কিতাব মুতালাআ করবে, যত্নের সাথে মুতালাআ করবে। কিতাব যখন খুলবে, رفق -এর সাথে খুলবে। কিতাব খুলে টুলের উপর রাখবে, তখন লক্ষ্য রাখবে, কিতাবের কোনো পার্শ্ব যেন কাত হয়ে না থাকে। উভয় পার্শ্ব যেন সমান থাকে, عتدال। -এর সাথে থাকে। হয় হাত দিয়ে ধরে রাখো বা নীচে অন্য কিছু দিয়ে রাখো। এভাবে যদি না রাখা হয় তাহলে হয়তো জিলদ ছুটে যাবে, না হয় বাঁধাই ছুটে যাবে। আর যার 'জাওক' আছে, দিল আছে, সে শুধু এটা দেখবে না যে, ছুটে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, বিষয় শুধু এটুকু নয়। বিষয় হলো, কিতাব একটা মুহাতারাম জিনিস। এটাকে তোমার মুহতারাম ব্যক্তির মতো মনে করতে হবে। তোমার কী অধিকার— কিতাবকে তুমি 'বে-হিস' (অনুভূতি-শূন্য) মনে করে ইসতিমাল করবে? কিতাবকে 'বা-

হিস' (অনুভূতিসম্পন্ন) মনে করে তোমাকে ইসতিমাল করতে হবে। মানুষ যখন মারা যায়, লাশ হয়ে যায়, লাশের ইকরাম শরিয়তে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে কি না? লাশকে কষ্ট দেওয়া জায়েজ আছে? তুমি লাশকে গোসল দেবে, কাফন পরাবে, কবরে রাখবে, এসব কি তোমাকে ইকরামের সাথে, মুহাব্বতের সাথে করতে হবে না, যেমন জীবিত মানুষ অসুস্থ হলে করতে হয়? যেমন ছোট বাচ্চাকে করতে হয়? লাশের 'হিস' থাকুক না থাকুক, তুমি 'বে-হিস' মনে করে তার সাথে আচরণ করতে পার না! তদ্রুপ কিতাবকেও 'বে-হিস' মনে করে ইসতিমাল করা কিতাবের সাথে বেআদবি, ইলমের সাথে বেআদবি!

এটা হয়তো রুহানি বিষয়; কিন্তু একেবারে বৈষয়িক এবং জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে কথা, সেটা হলো, এই কিতাব আমানত। আমি-তুমি এটার মালিক না, এটা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা। যেটা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, সেটা পুরো কওমের আমানত। কিতাব তো হলো সদাকায়ে জারিয়া। সদাকায়ে জারিয়ার অন্যতম ক্ষেত্র হলো কিতাব। এটা তোমরা জান না? তো সদাকায়ে জারিয়া কীভাবে হবে? ১৪৩৭ হিজরি থেকে ১৪৪০ হিজরি পর্যন্ত যে 'ফরিক' (ব্যাচ) আসে, এরাই যদি খতম করে দিয়ে যায় তাহলে জারিয়া হবে কীভাবে? ইলমও সদাকায়ে জারিয়া। ইলমের ক্ষেত্রে তো হলো, তুমি কাউকে ইলম শিখিয়ে দিলে। সেটা ভিন্ন একটি বিষয়। সে কথা বলছি না, আমি বলছি কিতাবের কথা। কিতাবও সদাকায়ে জারিয়া। কিতাব সদাকায়ে জারিয়া হওয়ার জন্য

কিতাবের উজুদ তো রাখতে হবে। কিতাবকে ব্যবহারের উপযোগী তো রাখতে হবে।

পৃষ্ঠা উল্টানো

নুমানি সাহেব হুজুরের সামনে একদিন কোনো একটা বহস খোঁজার জন্য ورقگردانی করছিলাম। আরবিতে বলে تصفح الأوراق। বাংলায় 'পাতা উল্টানো'। আচ্ছা! এটার জন্য বাংলাতে আর কোনো 'ফাসিহ' শব্দ নেই? উল্টাবে কেন কিতাবের পাতা? উল্টানো তো হলো সব 'উল্টাইয়া' দেওয়া। আর কি কোনো ভালো শব্দ নেই তোমাদের সাহিত্যে? যাই হোক, নুমানি সাহেব হুজুরের সামনে ورقگردانی করছিলাম। তখন তিনি বললেন—

تم سے پہلے والے اگر ایسے استعمال کرتے، تمہیں نہیں ملتی یہ کتاب! یہ کتاب صرف تمہیں استعمال کرنا ہے، نہ آئندہ لوگوں کو بھی استعمال کرنا ہے!

এই যে তোমরা ঠাসঠাস কিতাবের পাতা উল্টাতে থাক, একটু পুরাতন হলেই তো ছিঁড়ে যাবে! আর যদি একেবারে নতুন হয় তাহলে হয়তো ছিঁড়বে না, নষ্ট তো হবে! কিন্তু এখানে তো প্রশ্ন ছিঁড়ে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়ার নয়? এ কথা তোমাকে জেহেনে রাখতে হবে যে, কিতাব তুমি 'বে-হিস', সাধারণ জিনিস মনে করে ইসতিমাল করবে, না ইকরামের সাথে মুহাব্বতের সাথে 'বা-হিস' মনে করে ইসতিমাল করবে? এটা তোমার জাওক এবং আকলের বিষয়! ইলমের সাথে তোমার মুহাব্বতের বিষয়!!

খামুশ উসতাজ

এই কিতাব তোমার সালাফের ইলম তোমার কাছে পৌঁছায়। এই কিতাব তোমার খামোশ উসতাজ। একটা মাকুলা যে আছে

من الهلية تشيخ الصحيفة।

এই মাকুলাতে আসলে কিতাবের জাত ও কিতাবের সত্তা উদ্দেশ্য নয়। এই মাকুলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উসতাজ ছাড়া শুধু কিতাব পড়া, কিতাব পড়ে পড়ে ফকিহ হয়ে যাওয়া। অথচ ফকিহ হতে হলে উসতাজ লাগে! এটারই এখানে নিন্দা করা হয়েছে। কিতাবের জাত ও কিতাবের সত্তা এখানে উদ্দেশ্য নয়। যাই হোক, কিতাব তোমার খামোশ উস্তায। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা কর আর আকল ব্যবহার কর। তোমাকে আর কিছু বলে দিতে হবে না। আকল যদি না থাকে, অনুভূতি যদি না থাকে তাহলে আমার বয়ানও কাজে আসবে না।

কিতাবের স্তরজ্ঞান

তোমরা ছোট কিতাবের ওপর বড় কিতাব রেখে দাও। শুনেছ যে, হাদিসের কিতাব উপরে রাখতে হয়, ফিকহের কিতাব নীচে রাখতে হয়! এই জন্য ছোট কিতাবের উপর বড় কিতাব রেখে দাও! এভাবে রাখলে কিতাব দুই দিকে বাঁকা হয়ে থাকে। এতে কিতাবের ক্ষতি হয়। ফন্নের দিক থেকে কিতাবের তারতিব— এটা তখন, যখন مگر بعارض -এর মাসআলা না আসে। এখন ধর, পাশাপাশি রাখার কোনো উপায় নেই, একটার উপরে আরেকটা রাখতে হবে, এখন যদি একটা *মিশকাত*, আরেকটা *হিদায়া* হয় তাহলে তো ঠিক আছে। *মিশকাত*

হাদিসের কিতাব উপরে, *হিদায়া* ফিকহের কিতাব নীচে রাখবে। এখানে তুমি ফন্নের তারতিবে রাখতে পারবে। কারণ, দুটোই সমান সাইজের; কিন্তু যদি ধর একটা হলো *আররাফউ ওয়াত তাকমিল* অপরটা *মিশকাত শরিফ*। তাহলে কোন্টা উপরে রাখবে আর কোন্টা নীচে? *মিশকাত* হাদিসের কিতাব উপরে রাখা দরকার, *আররাফউ ওয়াত তাকমিল* নীচে রাখা দরকার; । কিন্তু কেমন হবে ছোট কিতাবের ওপর বড় কিতাব? দুই দিকে বাঁকা হয়ে থাকবে। তুমি পারলে পাশাপাশি রাখো। দুই কিতাব দুই জায়গায় রাখো । যদি এক জায়গায়ই রাখতে হয় তাহলে *মিশকাত* যেহেতু বড়, এটা রাখতে হবে নীচে। *আররাফউ ওয়াত তাকমিল* ছোট, সেটা রাখতে হবে উপরে। এখানে ওই সূক্ষ্ম বিবেচনার চেয়ে এই দিকটা বড়। কারণ এখানে হেফাজতের মাসআলা। এখানে ওই বিবেচনা চলবে না।

কিতাব গুছিয়ে রাখা

তোমরা কাজের জন্য কিতাব টুলে রাখ, কীভাবে রাখ? দেখ! প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই ‘নজম’, ‘নসক’ কাম্য। তুমি পাঁচ-ছয়টা কিতাব নামিয়ে আনলে, তোমার পড়া দরকার। একসাথে তো আর সবগুলো পড়বে না। পড়বে একটা। বাকীগুলো রাখবে কীভাবে? ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এলোমেলো রেখে দেবে? কাত করে, বাঁকা করে কোনো যত্ন ছাড়া? এটা দেখতেও অসুন্দর আর এটা দালালত করছে যে, তোমার মধ্যে কিতাবের মুহাব্বত নেই। ইলমের মধ্যে তোমার এত নিমগ্নতা যে, কিতাবের খেয়াল রাখছ না। এটা মূলত ইলমের নিমগ্নতা নয়, এটা

তোমার বদ জাওকি। বদ জাওকির ব্যাপারে তোমার ধোঁকা যে, আমি খুব নিমগ্ন- ইলমের প্রতি।

কিতাবের আদব কী

এই যে আমরা বলি, কিতাবের আদব রক্ষা করা জরুরি, তো কিতাবের আদব বলতে তোমরা শুধু কী বোঝো? অজু অবস্থায় কিতাব ধরা। এই সাআদাত যদি কারও থাকে তাহলে বহুত ভালো। আলহামদু লিল্লাহ। তবে কিতাবের আদব শুধু এটাকে বলে না। কিতাবের যত্ন, কিতাবের হেফাজত, ইকরামের সাথে কিতাবের ইসতিমাল— এগুলো কিতাবের অতি গুরুত্বপূর্ণ আদব। অজু অবস্থায় কিতাব স্পর্শ করার ইহতিমাম করা থেকে এগুলো বড় আদব।

কিতাব হেফাজতের কত দিক আছে! তালিবুল ইলম যারা, কলম তাদের সাথে থাকেই। কলম হাতে রেখেই কিতাবের পাতা উল্টায়। ব্যস, হঠাৎ একজায়গায় একটা দাগ পড়ে গেল বা এক জায়গায় একটু বেশি কালি লেগে গেল। এটা কি জায়েজ কাজ? এটা তো কিতাবের যত্ন পরিপন্থী। এতে তো আমানতের হক আদায় হলো না। এত ব্যস্ত হবে কেন? এত ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি কলম হাত থেকে রাখ, ধীরে-সুস্থে কিতাব ইসতিমাল করো।

কিতাবের পাতায় নোট করা

কিতাবের মধ্যে হাশিয়া লেখা, নোট লেখা— এগুলো গলদ কাজ। এমনকি নিজের কিতাবের মধ্যেও লেখা উচিত কি না— এটা নিয়ে

ইখতিলাফ আছে। আর ওয়াকফের কিতাবের ব্যাপারে তো ইত্তিফাক যে, এতে হাশিয়া লেখা যাবে না। নোট লেখা যাবে না। একটা কাজ আমি করি, কাজটা অনুচিত। আমি সেটা ছেড়ে দিচ্ছি। সেটা হলো, কিতাবের কোনো ফায়েদা কিতাবের শুরুতে সাদা যে পৃষ্ঠা থাকে, সেখানে কাঠ-কলম দিয়ে লিখে রাখি। এটার জরুরত আছে; কিন্তু জরুরত থাকলেই কি সহিহ হয়? ওয়াকফের কিতাবের ক্ষেত্রে এটা সহিহ নয়। নিজের কিতাবের মধ্যে এতটুকু চলতে পারে। নুমানি সাহেব হুজুর রহ., শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ রহ. নিজেদের কিতাবে সাদা পৃষ্ঠাতে ফায়েদা লিখে পৃষ্ঠা নম্বর লিখে রাখতেন। তাদের খত তো ছিল মুক্তোর মতো। যা হোক, এই বিষয়ে তাকলিদ করবে না। কিতাবের ভেতরে বিলকুল কোনো কিছু লিখবে না। একেবারে স্পষ্ট ছাপার ভুল, ইসলাহ করা দরকার, তাও না। তুমি যদি এই ভুল বের করতে পার, ভবিষ্যতের তালিবুল ইলমরাও বের করতে পারবে। হাঁ, তুমি ভিন্ন নোট রাখতে পার। *কিতাবুত তাসহিফাত* দেখনি! দারাকুতনির *কিতাবুত তাসহিফাত* আছে। অন্যদেরও *কিতাবুত তাসহিফাত* আছে। এগুলো কীভাবে তৈরি হয়েছে? বিভিন্ন কিতাবে রাবিদের, মুসান্নিফদের যে সব 'তাসহিফ' হয়েছে সেগুলো জমা করে দেওয়া হয়েছে। এখানে মাকতাবায় একটা রেজিস্টার্ড বানাও। কোথাও কোনো কিতাবে 'তাসহিফ' পেলে এখানে সবাই নোট করবে। ভবিষ্যত প্রজন্ম ইস্তিফাদা করতে পারবে। কিতাবের ভেতরে কিছু লেখার ইজাজত নেই। বুঝতে পেরেছ? ফিকহের মাসআলাই হলো, ওয়াকফের কিতাবে লেখা জায়েয নেই। এটা পরিষ্কার মাসআলা। এর

দলিল স্পষ্ট।

ভেজা হাতে কিতাব ধরা

আরেক সমস্যা হলো, ভেজা হাতে কিতাব ব্যবহার করা। এতে কিতাবের অনেক ক্ষতি হয়। তোমরা তো ভেজা হাতের সংজ্ঞাই জান না। তোমরা মনে করছ, ভেজা হাত কে না বোঝে। অজু করে আসলাম, হাতে পানি। খাবার খেয়ে হাত ধুলাম, হাতে পানি। এখন আমি কিতাব ধরব কীভাবে? ভেজা হাতে কিতাব ধরা যাবে না, এটা কে না বোঝে? আরে, যেটা সবাই জানে সেটা তো বয়ান করতে হয় না। ভেজা হাত বলে, এই যে তুমি অজু করে আসলে বা খাবার খেয়ে উঠলে, এরপর তুমি হাত মুছে ফেললে গামছা দিয়ে অথবা 'মিনদিল' (টিস্যু বা রুমাল) দিয়ে, এখন তোমার হাত শুকনো। এই শুকনো হাতে যদি কিতাব ধর পাঁচ সেকেন্ড পর দেখবে যে, কিতাবের জিলদের উপর পানি! কীভাবে আসল পানি? বিষয়টা হলো, লোমকূপে পানি ঢোকে। তুমি যে মুছেছ, উপরেরটা মুছেছ। লোমকূপে যে পানিটা ঢুকেছে, তা এখনো ভেতরে রয়ে গেছে। ওটা যেতে সময় লাগে। কয়েক মিনিট পার হতে হয়। হাত মোছার সাথে সাথে লোমকূপে থাকা পানি শুকায় না। এখন তুমি যদি এমন কোনো জিনিসের ওপর হাত রাখ যেখানে 'জাজ' আছে, আকষর্ণ আছে, তাহলে সাথে সাথে পানি সেখানে চলে যাবে। তাই ওই সময় কিতাব ধরলেই তুমি দেখবে যে, জিলদ ভিজে গেছে। এই জন্য অজু করে এসে দস্তরখান থেকে উঠে হাত ভালোভাবে মোছার পর সামান্য বিরতি দেবে। বিরতি

দেওয়া ছাড়া কিতাব ধরবে না। এবং ওই যে, 'বা-হিস' ও 'বে-হিস' এর বিষয়টা চিন্তা কর যে, আমাকে যদি কেউ ভেজা হাতে ধরে, তাহলে আমার কাছে কেমন লাগবে?

দুটি বিষয়

কিতাবের বিষয়ে বলার মতো কথা অনেক। আমি শুধু আর দুটি কথা বলেই শেষ করছি। আল্লাহ করুন, এ কথাগুলো আমাদের অন্তরে গেঁথে যাক।

প্রথম কথা হলো, কিতাব মুতালাআ করার সময় তুমি কিতাবের মুসান্নিফ এবং ইলমের সিলসিলার যত রিজাল আছেন সবার 'তাসাওউর' ও কল্পনা হৃদয়ে জাগরুক করার চেষ্টা করবে। তুমি যেন চিন্তা ও কল্পনার জগতে সেই মহান ব্যক্তিগণের সোহবতে অবস্থান করছ। তাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করছ। এই অনুভূতির মাধ্যমে মুতালাআর ফায়েদা বহুগুণ বেড়ে যায় এবং এতে তোমার নিজের মুহাসাবারও অভ্যাস গড়ে উঠবে যে, কিতাব থেকে আমি কি শুধু কিছু তথ্যই হাসিল করব নাকি কিতাবের মুসান্নিফ ও তার পূর্ববর্তীগণ যেভাবে ইলম থেকে নুর ও হেদায়েত হাসিল করেছেন আমিও সেই নুর ও হেদায়েত হাসিল করার চেষ্টা করব?! কিতাবের ইলম কিতাবের মধ্যেই রেখে দেব, নাকি সহিহ ইলমের মাধ্যমে নিজের জিন্দেগিকে আলোকিত করার চেষ্টা করব?! এটা কিন্তু আমি নতুন কোনো কথা বলছি না। এই যে, চিন্তা ও কল্পনার জগতের সোহবত— এ

আমাদের সালাফের মধ্যেও ছিল। এই শে'রটি দেখ, এর অর্থ ও আবেদন নিয়ে চিন্তা কর—

أهل الحديث همُو أهل النبي وإن + لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا.

একটি ঘটনা

আর এই ঘটনা তো কত আগের! খায়রুল কুরুনের কাছাকাছি যুগের! বিখ্যাত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া জুহলি (১৭২-২৫৮ হি.)-এর ঘটনা। তাঁর ছেলে আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের দিনে একদিন দুপুরের সময় আমি আমার আব্বার কাছে গেলাম। তিনি তার 'কিতাবের কুঠরি'তে ছিলেন। তার সামনে ছিল লণ্ঠন। কারণ, ভরদুপুরেও কুঠরির ভেতরে ছিল অন্ধকার। আমি বললাম, আব্বাজি, একে তো গরমের দিন, তার ওপর দুপুরবেলা এই লণ্ঠনের ধোঁয়া!! নিজেকে এত কষ্ট দিচ্ছেন! একটু যদি আরাম করতেন! তিনি জওয়াব দিলেন—

> يا بني! تقول لي هذا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أصحابه والتابعين؟
>
> বাছা! তুমি এটা বলছ, অথচ আমি তো আছি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে, তাঁর সাহাবি এবং তাবেয়িদের সঙ্গে।[1]

---

[1] *সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা*, পৃ. ১২৩-১২৪ (-এর মাধ্যমে *তারিখে বাগদাদ*, খ. ৩, পৃ. ১১৪; *তাহজিবুল কামাল*, খ. ৩ পৃ. ১২৮৭)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা

আর দ্বিতীয় কথা হলো, তুমি কিতাব হাতে নেবে, হাতে নেওয়া মাত্রই কিতাবের মুসান্নিফ ও তাঁর পূর্ববর্তীগণের দিন রাতের মেহনত এবং জীবনব্যাপী কুরবানির যে কীর্তি, তা যেন তোমার হৃদয়ে ও অনুভূতিতে জাগ্রত হয়। কত মানুষের মেহনত-মোজাহাদা ও কুরবানির বদৌলতে, কত পরিবেশ-পরিস্থিতি মোকাবেলা করে, কত শতাব্দীর পথ অতিক্রম করে আজ এই ইলমের এক একটি শব্দ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং অক্ষত ও সংরক্ষিত অবস্থায় পৌঁছেছে! শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. *সাফাহাতের* খাতিমায় এ বিষয়ে লিখেছেন। তালিবুল ইলমদের বার বার এটা পড়া উচিত। আসলেই আমাদের ওপর হক- কিতাবের মুসান্নিফীন এবং সালাফের সকলের প্রতি শোকরগুজার থাকা। আমাদের হৃদয় মন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে আপ্লুত থাকবে আর যবানে তাদের জন্য সবসময় দুআ জারি থাকবে—

رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وجزاهم الله عنا خير الجزاء.

এক মজলিসে মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দামাত বারাকাতুহুমের কাছে শুনেছি, যে তালিবে ইলম কিতাব হাতে নিয়ে এটা ভাবতে সক্ষম হয় না যে, লেখক আমার জন্য লিখেছেন এই কিতাব! কীভাবে লিখেছেন?! একদিকে দোয়াত রাখা, ময়ূরের পর দোয়াতে ডুবিয়ে

একটি লাইন লিখলেন, আরেকটি লাইন লেখার জন্য আবার তা দোয়াতে ডোবালেন! এভাবে যে কল্পনা করতে সক্ষম নয়, সে তো লেখকের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারল না।

শুধু মুসান্নিফ নন, প্রত্যেক যুগের অনুলিপিকার, অনুলিপির সংরক্ষক, পাণ্ডুলিপির সম্পাদক, প্রকাশক, পরিবেশক, তোমার পাঠাগারের জন্য এর কপি সংগ্রহকারী, সংগ্রহে সহযোগিতাকারী এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী— সবাই আমাদের শোকর ও দুআর হকদার।

শেখ সাদির এই শের এখানেও প্রযোজ্য—

ابرو باد ومہ وخورشید ہمہ درکاراند + تاتو نانے بکف آری وبغفلت نخوری

—(ধারণ ও শ্রুতিলিখন : আনাস বিন সা'দ)